ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
আগরতলা

স-৪০২৯

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৯তম আগরতলা বইমেলার উদ্বোধন

বইমেলার স্বার্থকতা আসবে সমাজে বইমেলার প্রভাব কতটুকু পড়েছে তার মূল্যায়নে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বইমেলা ত্রিপুরাবাসীর জন্য নতুন বিষয় নয়। বইমেলার স্বার্থকতা আসবে সমাজে বইমেলার প্রভাব কতটুকু পড়েছে তার মূল্যায়নে। আজ বিকালে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ১৪ দিনব্যাপী ৩৯তম আগরতলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, এখন ইন্টারনেট, ই-বুকসের যুগ। বলতে গেলে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে পুরো দুনিয়া। এরপরও বইয়ের মূল্যায়ন এবং তার যে স্বার্থকতা কোনও অংশে কম নয়। কোভিড-১৯ যখন গোটা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছে সে সময়ও বই তার স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজের প্রয়োজনীয়তা আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছে। রোগীদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই বিতরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতির সঙ্গে এ রাজ্যের সম্পর্ক সেই রাজন্য যুগ থেকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এই বিষয়গুলি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এই বিষয়ে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এগুলির মধ্যে রয়েছে বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ, জেলা লাইব্রেরীগুলির আধুনিকীকরণ, ১৬৪টি পঞ্চায়েত লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা, ইন্টারনেটের সংযোগ দেওয়া, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এরজন্য রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা যে কলা, সংস্কৃতির জন্য সুদীর্ঘকাল থেকে সমৃদ্ধ তার প্রমাণ পাওয়া যায় থাঙ্গা দার্লং, বেনীচন্দ্র জমাতিয়া, সত্যরাম রিয়াং-র পদ্মশ্রী পুরস্কার পাবার মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন উপহার নিয়ে এসেছে। বই মেলা মানে শুধুমাত্র বই কেনা বা পড়া নয়, বড় বিষয় হচ্ছে মানসিকতা তৈরি করা। ইতিবাচক উন্নয়নের, স্বনির্ভরের মানসিকতা এই মেলার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আরও বেশি করে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যের বর্তমান সরকার বিভিন্ন সেক্টারে সঠিক দিশায় কাজ করে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে কোন কিছুর জন্য আন্দোলন করতে হয়না। কোভিড পরিস্থিতির জন্য অনেক রাজ্যে যেখানে কর্মচারিদের বেতন ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত কাটছাট করা হয়েছে সেখানে ত্রিপুরার কর্মচারিদের বেতন এক টাকাও হ্রাস করা হয়নি। উল্টো বিনা ডেপুটেশনে কর্মচারিদের জন্য তিন শতাংশ ডি এ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হল সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক দিশায় নেবার মাপকাঠি। সেক্ষেত্রে এন সি ই আর টি'র সিলেবাস চালু ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। যে পরিবার অন্ত্যোদয়ের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে তারাও আজ গর্ব অনুভব করে যে তার সন্তান এন সি ই আর টি'র সিলেবাসে অন্যদের সঙ্গে পড়াশুনা করবে।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে বইমেলার আয়োজন করা যাবে কিনা তা নিয়েই সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত সবার আন্তরিক সহযোগিতায় অন্যান্য বছর থেকে আরও বড় পরিসরে বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবার বইমেলায় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো থেকে সাংস্কৃতিক দল তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। তাই এবার শুধু বইমেলাই নয়, সাংস্কৃতিক মেলাও। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে বইমেলাকে আরও সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় করতে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, লেখা লেখি, সাহিত্য সৃষ্টির অভ্যাস ত্রিপুরায় সব সময়ই ছিল। দিনে দিনে তা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তিনি বলেন, এবার বইমেলার মূল ভাবনা বা থিম হলো, 'আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'।

২য় পাতায়

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি সবার সহযোগিতায় আমরা ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারব। বইমেলার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান, বই কিনুন, বই পড়ুন, অন্যকেও বই পড়ান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, বই ও মেলা, এই দুটি শব্দ আমাদের মনে অনুরণন সৃষ্টি করে। এই দিনটি আমাদের কাছে আনন্দের দিন। এই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। সারা বছরই অনেক নবীন, প্রবীণ লেখকের বই আমাদের রাজ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইমেলার মঞ্চে বই প্রকাশের আনন্দ আলাদা। তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা আমরাও ভাগ করে নিচ্ছি। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনেও মনন ও চিন্তার মাধ্যম। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক স্বাধীনতার চেতনাকে উদ্বেলিত করেছিল। তিনি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে লেখকদের কাছে আহ্বান জানান আপনারা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করুন। সমাজকে উপহার দিন। এই সাহিত্য যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বইমেলা হলো মেধা ও মননের মেলা। তিনি বলেন, একটি কলম, একটি বই, একজন মানুষ সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। বই পাঠককে শুধু আনন্দই দেয়না, জীবন পরিবর্তনেও সাহায্য করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, বই, সাহিত্য আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে নির্মাণ করে।শিক্ষামন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, স্বামীজি বলেছেন ইতিবাচক হও। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভারতকে অনুসরণ করছে। কারণ ভারত স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথে চলছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সুস্থ চিন্তা, মেধা, মননের চর্চার জন্য বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। গত তিন বছরে রাজ্যের সাহিত্য জগৎ আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার শ্লোগানকে আরও গতিশীল করতে বইমেলাও সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সহকারি হাই কমিশনার মহঃ যুবায়েদ হোসেন বাংলাদেশকেও বইমেলায় সংপ্রিক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বইমেলার সাফল্য কামনা করেন। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিমি মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। তিনি জানান, এবার বইমেলায় মোট ১৬৪টি স্টল রয়েছে। যারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারেননি তাদের জন্য এই অনুষ্ঠান ফেসবুকে সরাসরি প্রচার করা হয়েছে। বইমেলায় কোভিড-১৯ আচরনবিধি মেনে চলার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অন্যান্য অতিথিগণ ৩৯তম আগরতলা বইমেলার স্মরনণিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে প্রকাশিত গোমতী সাহিত্য পত্রিকা, রমা চক্রবর্তীর লেখা ‘অনুভব’ গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। পরিবেশিত হয় বইমেলার মূল ভাবনা ‘আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার উপর ভিত্তি করে নৃত্যায়ন। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশের থিম প্যাভিলিয়ান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের থিম প্যাভিলিয়ান এবং ফোটো গ্যালারীর উদ্বোধন করেন।

****